পাক্ষিক

আহমদী

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায় : ২৭শ বর্ষ : ১লা সংখ্যা :

১লা জৈষ্ঠ্য, ১৩৮০ বাংলা : ১৫ই মে, ১৯৭৩ইং : ১৫ই হিজরত, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী

২৭, শ বর্ষ
১লা সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ		
॥ ৬৫ বৎসর পূর্বে সময়োপযোগী ঐশী সতর্কবানী	॥ ২ ॥	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)
॥ হাদিস শরিফ—বিবাহ বিষয়ে	॥ ৩ ॥	অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ
॥ অমৃতবাণীঃ আমাদের ধর্মমত	॥ ৪ ॥	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)
॥ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন	॥ ৫ ॥	মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাংলাদেশ আঃ আঃ
॥ মালী কোরবানী	॥ ৭ ॥	মোহাম্মদ মতিউর রহমান
॥ জুমার খুৎবা	॥ ১৪ ॥	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)
॥ সংবাদ		

'ওক্‌ফে আরজীর' আহবান

সকল আহমদী-ভাইদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে জামাতের তালিম ও তরবিয়তের প্রোগ্রাম সুসম্পন্ন করিতে হইলে সমগ্র বাংলাদেশে অন্তত একশত মুয়াল্লিমের প্রয়োজন অথচ আমাদের নিকট মাত্র কয়েকজন মুয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জদীদ আছেন। সেই জন্যই হজরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) আমাদেরকে ওয়াক্‌ফে আরজির তাহরীক দিয়াছিলেন। উহার মধ্যমে মুয়াল্লেমিনএর সল্পতা হেতু অসুবিধাগুলি দূরিকরণ অনেকটা সম্ভব। সেইজন্য হজরত সাহেব (আইঃ) এই ব্যাপারে অনেক তাকিদ দিয়াছেন যেন কোন আহমদী পুরুষ ওয়াক্‌ফে আরজি হইতে বাদ না পড়েন।

বাংলাদেশে বর্ত্তমানে কমপক্ষে পাঁচশত আরজি ওয়াকেফিনের প্রয়োজন। অনেক আঞ্জুমান হইতে প্রতিদিন মুয়াল্লিম পাঠাইবার চাহিদা আসিতেছে। অথচ মুয়াল্লিম প্রয়োজনের তুলনায় নাই বলা চলে।

অতএব সকল জমাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা আপনাদের জমাতের মধ্যে এই বিষয়ে তহরীক করিবেন এবং ওয়াকেফিনের নাম লিখিয়া অত্র অফিসে সত্বর পঠাইয়া দিন এবং আপনাদের জমাত হইতে বেশী বেশী লোক ওয়াক্‌ফে আরজীতে নাম দেওয়ার প্রেরণা দিন।

ওয়াকফিন ভাইদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথা সম্ভব তাহাদের নিকটস্থ জমাতেই পাঠানো হইবে, যাহাতে তাঁহারা অনায়াসে এবং কম খরচে আল্লাহ তায়ালার কাজে শরীক হইয়া অশেষ সওয়াব হাসিলের এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন ও রুহানীয়তে তরক্কি করিতে পারেন। রহমান খোদা আমাদের সকলকে নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় ঃ ২৭শ বর্ষ ঃ ১লা সংখ্যা ঃ
১লা জৈষ্ঠ্য, ১৩৮০ বাং ঃ ১৫ই মে ১৯৭৩ইং ঃ ১৫ই হিজরত, ১৩৫২ হিজরী শামসী

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

১২শ রুকু

১০৩। তবে কি (এই সব লক্ষ্য করার পরও) কাফেরগণ ধারণা করে যে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দাগণকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিয়া লইবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য আমন্ত্রণ-গৃহ রূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১০৪। তুমি (তাহাদিকে) বল, আমি কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সংবাদ দিব?

১০৫। (তবে শুন!) যাহাদের সকল প্রচেষ্টা (কেবল) পার্থিব জীবনে (-র উপার্জনে) নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা শিল্পে উৎকর্ষ সাধন করিতেছে।

১০৬। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা স্বীয় রবের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কিয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন গুরুত্ব দিব না।

১০৭। ইহাই তাহাদের প্রতিফল—জাহান্নাম; কারণ তাহারা (সত্যকে) অস্বীকার করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসুলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

১০৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সময়োপযোগী) সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের জন্য ফেরদৌস নাম্নী স্বর্গ আরাম ভবন হইবে।

১০৯। তাহারা তথায় চিরকাল থাকিবে এবং উহা হইতে তাহারা স্থানান্তর কামনা করিবে না।

১১০। তুমি (তাহাদিগকে) বল, যদি (প্রত্যেকটি) সমুদ্র আমার রবের বাক্যসমূহ (লিপিবদ্ধ করার) জন্য কালি হইয়া যায়, তথাপি আমার রবের বাক্য-সমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই (সকল) সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদিও আমরা তদনুরূপ আরও কালি লইয়া আসি।

১১১। তুমি (তাহাদিগকে) বল, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র, (তবে প্রভেদ এই যে) আমার প্রতি এই ওহী করা হইয়াছে যে তোমাদের উপাস্য একই উপাস্য ; সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন (সময়োপযোগী) সৎকর্ম করিয়া যায় এবং যেন স্বীয় রবের এবাদতের মধ্যে কাহাকেও শরীক না করে।

৬৫ বৎসর পূর্ব্বে
সময়োপযোগী ঐশী সতর্কবাণী

এইরূপ সঙ্কট সময়ে আমি আপনাদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান করিতেছি, এই সমর উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই সন্ধির একান্ত প্রয়োজন, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদ অবতীর্ণ হইতেছে, —ভূমিকম্প হইতেছে, দুর্ভিক্ষ আসিতেছে, প্লেগও লাগিয়াই আছে, আর আল্লহতা'লা আমাকে যে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করিয়াছেন তাহাও এই যে, যদি পৃথিবী নিজ অসৎ ও অন্যায় কর্ম হইতে বিরত না হয়, অনুতাপ না করে, তাহা হইলে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদ-রাশি আসিবে, এবং একটি বিপদ শেষ হইতে না হইতেই অন্য বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে মানুষ নিতান্তই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিবে যে এ কি হইতে চলিয়াছে! আর বহু লোক বিপদের মধ্যে পড়িয়া পাগলের মত হইয়া যাইবে। অতএব হে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃ-বৃন্দ! সেই দিন আসিবার পূর্বেই সতর্ক হউন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহার অন্যায় আচরণ এই সন্ধির পথে বাধা জন্মায়, সেই জাতি যেন সেইরূপ অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করে। নচেৎ পরস্পরের শত্রুতার সমস্ত অপরাধ সেই জাতির ঘাড়েই চাপিবে [আহমদীয়া জমাত প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) প্রণীত পুস্তক পয়গামে সুলাহ্ বা শান্তির বার্ত্তা পৃঃ ৮ [২৩ শে মে, ১৯০৮ ইং সনে লিখিত]

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছেন ; পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহা শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

—এল্হাম, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)।

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। ... ... আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। (হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইং)

হাদিস শরীফ

বিবাহ বিষয়ে

আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন

১

যে ব্যক্তি নির্মল ও শুদ্ধ হইয়া আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ চাহে, সে যেন ভদ্র স্ত্রীর পানিগ্রহণ করে।

(ইবনে মাজা)।

২

যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, সে নিশ্চয় তাহার ধর্মের অর্ধেককে পূর্ণ করিয়াছে। অতঃপর সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে বাকি অর্ধেক পুরনার্থে।

৩

যে বিবাহে কষ্ট খুব কম, উহা বরকতের দিক দিয়া সেরা।

(বাইহাকী)।

৪

যে ব্যক্তি পুত্র সন্তানের অধিকারী, সে যেন পুত্রের ভাল নাম রাখে এবং তাহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন যেন তাহার বিবাহ দেয়। যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাহার বিবাহ না দেওয়ার কারনে যদি সে অপরাধ করে তাহা হইলে অপরাধ তাহার পিতার উপর বর্ত্তিবে।

(বাইহাকী)।

৫

তৌরাতে লিখা আছে, কন্যা ১২ বৎসর বয়সে পদার্পন করিলে, যদি পিতা তাহার বিবাহ না দেয়, এবং সে অপরাধ করে, তাহা হইলে, অপরাধ তাহার পিতার হইবে।

(বাইহাকী)।

অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না; কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধূম্রের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা কখনও দিবাকে রাত্রি করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহর অভিসম্পাতকে ভয় কর, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর উহা নিপতিত হয়, তাহার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। .....যদি আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংশ হয়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমাদের ধর্মমত

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রেরিত রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবিগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্ত, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরান শরিফে আল্লাহ্তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধবস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, স ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে لا اله الا الله محمد رسول الله পবিত্র কলেমার উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরান শরীফ হইতে যাঁহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সমস্ত নবী (আলায়হেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামাজ, রোজা, হজ্জ, ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত পক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' বা সর্ব্বাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ব্বাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে ব্যক্তি তাক্ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে এবং কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম। الا ان لعنة الله على الكافرين المفترين

("আইয়ামুস্ সুলহ" পৃঃ ৮৬, ৮৭)

ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাংলাদেশ আঃ আঃ

ইদানিং এক সাংবাদিক একটি সাংবাদ পরিবেশন করিতে গিয়া গত ১৩৮০ বাং এর ১৮ ই বৈশাখ তারিখের দৈনিক পূর্ব-দেশ পত্রিকায় আহমদীয়া জামাতের আকিদা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

"উল্লেখ্য, আহমাদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ১৮৩৫ সালে পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মীর্যা গোলাম আহমদকে হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-এর পরিবর্তে শেষ নবী বলে মনে করেন"

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) স্বয়ং শেষ নবী হইবার দাবী করেন নাই এবং আহমাদীয়া জামাতের কেহও তাঁহাকে শেষ নবী বলিয়া মনে করেন না। হযরত আহমদ (আঃ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে খাতামান্নবীয়ীন বলিয়া মানিতেন এবং নিজেকে মুসলমান এবং তাঁহারই উম্মত বলিয়া স্বীকার, বিশ্বাস ও আমল করিয়া গিয়াছেন।

হযরত আহমদ (সাঃ) সেই ইমাম মাহদী (আঃ), যাঁহার অপেক্ষায় আহমদী ছাড়া বাকি সব মুসলমান আজও বসিয়া আছেন। তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ-কে ও তাঁহার শিক্ষাকে বাতিল করিতে আসেন নাই। তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার শিক্ষাকেই সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে যখন মুসলমানগণের সকল ফেরকা একে অপরের উপর কুফরের ফতওয়া দিয়া সকল মুসলমানকে অমুসলমান ঘোষণা করিয়া ইসলামের ঘর শূন্য করিয়া ফেলিল, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে পুনঃ ঈমান সঞ্চারের জন্য আল্লাহতায়ালা হযরত আহমদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি আসিয়া অমুসলমান ঘোষিত মুসলমান-দিগকে পুণঃ মুসলমান করিয়া জামাতে আহমাদীয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উপর হলহাম হয়

مسلمان را مسلمان باز کردند

অর্থাৎ "মুসলমানদিগকে তিনি পুনঃ মুসলমান করিলেন।" দুঃখের বিষয় এ যুগের মুসলমান উলেমার এমন অবস্থা যে তাঁহারা মুসলমান কাহাকে বলে তাহার সঠিক সংজ্ঞা জানেন না। গত ১৯৫৩ ইং সনের পাঞ্জাবে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গার ইনকোয়ারীর জন্য যে বিচার আদালত বসিয়াছিল উহার বিচারক-গণ তাঁহাদের রায়ে লিখিয়াছেন—

"উলেমা (মুসলমানের) যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সম্মুখে রাখিলে কি ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন মন্তব্য সম্ভব যে এই মৌলিক বিষয়ে যে কোন দুই আলেম একমত নহেন। প্রত্যেক আলেমের মত আমরাও যদি কোন সংজ্ঞা দিবার প্রয়াস পাই এবং উহা অপরাপর আলেমগণের মতের সহিত গরমিল হয়, তাহা হইলে, সর্বসম্মতিক্রমে আমরাও ইসলামের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যাইব। পক্ষান্তরে আমাদের সংজ্ঞা যদি কোন এক আলেমের মতের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত আলেমের মতে আমরা মুসলমান থাকিব, কিন্তু বাকি সকলের মতে আমরা কাফের হইয়া যাইব।"

[মুনীর কমীশনের ইংনাজী রিপোর্ট ২১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

বস্তুতঃ হযরত আহমদ (আঃ) ইসলামের সহি রূপকে জগতের সমক্ষে পেশ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-সম্বন্ধে তিনি যে আকিদা রাখিতেন আহমাদীয়া জামাতের লোকেরাও সেই আকিদাই রাখেন। জনগনের অবগতির জন্য আমি তাঁহার আকিদা সম্বন্ধে তাঁহার নিজ বাণী হইতে বাংলাভাষায় নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃতি দিলাম।

"খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর। ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শত কাফের"

[ফরাসী দুররে সমীন]

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। [কিশতিয়ে নুহ]

মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অবএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।

[কিশতিয়ে নুহ]

ইহা কি সত্য নহে যে, অল্প সময়ের মধ্যে এই হিন্দুস্থান উপমহাদেশে প্রায় এক লক্ষ লোক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটিরও অধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে এবং বহু বড় শরীফ খান্দানের লোক স্বীয় পবিত্র ধর্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন কি যাহারা নিজদিগকে রসুল (সাঃ) এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত এবং পরে খ্রীষ্টধর্মের পোষাক পরিয়া রসুল (সাঃ)-এর শত্রু হইয়া গিয়াছে তাহারা এত অধিক পরিমাণ কটুকথা ও মিথ্যা দুর্নামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, উহা শুনিলে শরীর কাঁপিয়া যায় এবং আমার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকে যে, তাহারা রসুল করীম (সাঃ)-এর নামে নানা প্রকার গালি ও মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ায় আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে যদি এই সকল ব্যক্তি আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং আমার নিকট হইতে নিকটতর এই পৃথিবীর আত্মীয় ও প্রিয়জনকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত এবং স্বয়ং আমাকে একান্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার সহিত মারিয়া ফেলিত এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি জবর-দখল করিয়া লইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কসম, ইহাতে আমার কোনই মনঃকষ্ট হইত না। [আইনায়ে কামালাতে ইসলাম]

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতা-মাল আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারন দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে। [কিশতিয়ে নুহ]

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে। তব প্রশংসা মুখর সরব গোরখানি, পরিচয় দিবে মোর, সবার মাঝারে ॥ [আরবী দুরের সমীন]

মালী কোরবাণী ও ঈমান

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

"মাল" আরবী শব্দ, অর্থ—ধন, সম্পদ। কোরবাণী 'কুর্‌ব' ধাতু থেকে আগত অর্থাৎ নৈকট্যলাভ করা। ধন সম্পদ দান করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালার নৈকট্য লাভ করাকেই মালী কোরবাণী বলে। আল্লাহ্‌ তায়ালাকে লাভ করতে হ'লে যত প্রকার ইবাদত আছে, মালী কোরবাণী তার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সালাত অর্থাৎ নামাজের চেয়ে আর্থিক কোরবাণীর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়, কোরআন করীমে যত বার নামাজ কায়েমের কথা বলা হয়েছে তত বারই যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে, এমন কি কোরআন করীমের প্রায় প্রত্যেক পাতায় পাতায় আর্থিক কোরবাণী সম্বন্ধে কোন না কোন ভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন যুগেই আর্থিক কোরবাণী ভিন্ন কোন ইলাহী জমাতের উন্নতি সম্ভব হয়নি, পৃথিবীতে যখনই কোন নবী বা প্রতিশ্রুত পুরুষ আগমন করেছেন তখনই তিনি আর্থিক কোরবাণীর আহ্বান জানিয়েছেন, এর মধ্যেই সত্যিকার ভাবে তাদের উন্নতির চাবি-কাঠি প্রচ্ছন্ন ছিল। যে জাতি যত বেশী তাদের মহাপুরুষদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তারাই তত বেশী এবং তত তাড়াতাড়ি উন্নতির চরম শীর্ষস্থানে উপনীত হ'তে পেরেছিল।

'কোরবানী' একটি চিরন্তন সত্য, আমরা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়তই কোরবাণীর লীলা দেখতে পাই, বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ সর্বদাই বলি হচ্ছে, বড় মাছের জন্যে ছোট মাছ জীবন দিচ্ছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার সেবায় প্রতি নিয়তই কত জীব জানোয়ার প্রাণ দিচ্ছে। মানুষও যাকে ভালবাসে তার জন্যে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে প্রিয় বস্তু সমূহ ত্যাগ করছে, এই ত্যাগ বা কোরবাণী আমরা দেখতে পাই পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে, মাতা তার সন্তানকে নিজ রক্ত বিন্দু রূপ দুধ কোরবাণী করে তাকে বড় করে তুলছে। প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই একে অপরের জন্যে ত্যাগ। ঠিক তদ্রূপ সকল প্রেমিকের প্রেমিক, প্রেমের আধার যিনি তাঁর ভালবাসার অভিব্যক্তি হয় বান্দার প্রিয়তম এবং মোহময় জিনিষ অর্থ সম্পদের কোরবাণীর মাধ্যমে। আর্থিক কোরবাণী না করলে পরম কল্যাণ অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণের অধিকারী যে সত্বা তাঁকে লাভ করা যায় না। তাই কোরআন করীমের সুরাহ্‌ আল ইমরানের ৯৩ আয়েতে বলা হয়েছে "লান তানালুল বের্‌রা হাত্তা তুনফেকু মিম্মা তুহেব্বুন" অর্থাৎ পরম কল্যাণের অধিকারী হ'তে পারবে না, তোমর যে যাবৎ না তোমাদের প্রিয় বস্তু হ'তে ব্যয় করতে সমর্থ হবে, পূর্বেই বলেছি বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে কোরবাণী করতে হয়, এখন আল্লাহর নিকট বৃহত্তর স্বার্থ কি? তা হোল ইসলামের বিজয় এবং দুনিয়াতে খোদার রাজ্য কায়েম করা, এই উদ্দেশ্যেই হজরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় একমাত্র পুত্রকে আল্লাহ্‌র হুকুমে মক্কা শরীফে ছেড়ে যান এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁর এই ছেলেকে বাহ্যিকভাবে কোরবাণী করতে উদ্যত

হয়েছিলেন আল্লাহর হুকুমে। হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই মহান কোরবাণীর ফলেই মক্কাতে কাবা ঘরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, মক্কা আবাদ হয়েছিল এবং পরিশেষে সারা দুনিয়ার এবং সকল যুগের ত্রানকর্তা আঁ হজরত (সাঃ) জন্ম নিয়েছিলেন এই খানে। সেই মহান কোরবাণীকে স্মরণ করবার জন্যে প্রতি বৎসর আমরাও পশু কোরবাণী করে থাকি। কিন্তু এই পশু কোরবাণীর উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন যে পশুর রক্ত বা মাংস কিছুই আল্লাহ্র নিকট পৌছায় না তাকওয়া ব্যতীত, তাই এই কোরবাণীর উদ্দেশ্য হ'ল তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ ভীতি সৃষ্টি করা, পশু কোরবাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যেন প্রয়োজনের সময় আমরা আমাদের জান এবং মাল আল্লাহ্র পথে এ ভাবে কোরবান করে দিতে পারি এ জন্যে প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের।

ঈমান অর্থ বিশ্বাস, কোন কিছু সম্বন্ধে মৌখিক স্বীকৃতি দান করা, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী কাজ করাকেই সামগ্রীক ভাবে আরবী ভাষায় ঈমান বলে। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে মালী কোরবাণীর সাথে ঈমানের সম্পর্ক কি? মালী কোরবাণীর সাথে ঈমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; একে অপরের পরিপূরক, যেমন সত্যিকার ঈমানদার হ'তে হ'লে আল্লাহর পথে মালী কোরবাণী অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ঈমানকে সজীব রাখতে হ'লে মালী কোরবাণী রুহানী ঔষধ স্বরূপ। মালী কোরবাণীর সাথে ঈমানের যে কত দৃঢ় সম্বন্ধ তা কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে, আমি মাত্র কয়েকটি আয়েতের মাধ্যমে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ্তায়ালা মুত্তাকীনদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুরাহ বাকারার প্রথম রুকুতেই বলেছেন "ওয়া মিম্মা রাজাকনাহুম ইউন ফেকুন" অর্থাৎ তারাই মুত্তাকী আমরা তাদেরকে যে রেজেক দান করেছি তা থেকে কিছু তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, সুতরাং মুত্তাকী হতে হলে আল্লাহ্র পথে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে। আর মুত্তাকী না হলে তার পক্ষে হেদায়াত পাওয়ারও সুযোগ নেই।

পুনরায় আল্লাহ্তায়ালা ঈমানদারগণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুরাহ মুমেননের প্রথম রুকুতে বলেছেন, "ওয়াল্লাজীনা হুম লেয্যাকাতে ফায়েলুন" অর্থাৎ যারা ঈমানদার তারাই যাকাত প্রদানে তৎপর। এখানে যদিও যাকাত শব্দ অর্থাৎ যা মালকে পবিত্র করে ব্যবহার করা হয়েছে তবুও সামগ্রীক ভাবে সর্বপ্রকার মালী কোরবানীও এর অন্তর্ভুক্ত। যাকাত ইসলামের পঁচটি রোকনের বিশেষ একটি রোকন।

সুরাহ হুজরাতের ১৬ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন "ইন্নামাল মুমেনু নাল্লাযীনা আমানু বিল্লাহে ওয়া রাছুলিহী ছুম্মালাম ইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু বে আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুছিহিম ফি ছাবিলিল্লাহে; উলায়কা হুম চ্ছাদেকুন" অর্থাৎ তারাই এক মাত্র ঈমানদার যারা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনয়ন করে সন্দেহতীত ভাবে এবং আল্লাহ্র পথে তাদের অর্থ সম্পদ এবং জীবন দিয়ে জেহাদ করে; এরাই সত্যবাদী। পূর্ণ ঈমানদার বলে দাবী করতে হলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাক্ষ্য হিসেবে অর্থ সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এর পূর্ব আয়েতে আরববাসীদেরকে বলা হয়েছে যে তারা মুসলমান হয়েছে কিন্তু ঈমান তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি, প্রকৃত ঈমানদার বা মুসলমান হতে হলে সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় জান মাল দিয়ে জেহাদ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যত্র সুরাহ্ আনকাবুতের ২—৪র্থ আয়েতে

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, "নিশ্চয়ই ঈমানদার হচ্ছে তারাই—আল্লাহ্র কথা বলা হলে যাদের অন্তর গুলি ভীতি অনুভব করে এবং তাঁর আয়েতগুলি পাঠিত হলে সেগুলি তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে এহং নির্ভর করে থাকে একমাত্র তাদের প্রতিপালকের উপরই, যারা নামাজকে কায়েম রাখে এবং আমাদের প্রদত্ত রুজী থেকে কিছু ব্যয় করে থাকে, তারাইত হচ্ছে সত্যিকার ঈমানদার, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে বিভিন্ন স্তরের কল্যান।"

আল্লাহ্তায়ালা সুরাহ তৌবাহ্র ১১১ আয়েতে বলেছেন "ইন্নাল্লাহাশতারা মিনাল মুমেনীনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়া লাহুম বে আন্নালাহুমুল জান্নাত অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা বহেস্তের বদলে মুমিনের ধন-সম্পদ এবং জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন, সুতরাং যে ঈমানের দাবীদার তাকে সর্বদা মনে করতে হবে যে তার নিজের জীবন এবং অর্থ সম্পদের উপর তার কোন অধিকার নেই, যখন তা আল্লহ্র প্রয়োজনে লাগবে। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তা ক্রয় করে নিয়েছেন বিক্রীত মাল কি কখনও দাবী করা যায়? এই রকম মনোবৃত্তি না থাকলে তার ঈমানদার সাজার কোন অধিকার নেই।

পূর্বেই বলেছি আর্থিক কোরবানীর মাধ্যমে ঈমান তাজা এবং সজীব থাকে, যারা আর্থিক কোরবানী করতে শিথিলতা প্রদর্শন করেন তাদের ঈমান দিন দিন নষ্ট হতে থাকে। রীতিমত আর্থিক কোরবানীর মাধ্যমে ঈমান রূপ ফলের বাগান ফুলে ফলে শুশোভিত থাকে। এর একটা উদাহরণ আল্লাহ্তায়ালা সুরাহ বাকারার ২৬৬ আয়েতে দিয়েছেন, যেমন বলেছেন, "যারা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আল্লাহ্তায়ালার পথে ধন সম্পদ ব্যয় করেন তাদের তুলনা উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি ফলের বাগানের ন্যায় যাতে প্রবল বৃষ্টি ধারা বর্ষনের পর দ্বিগুণ খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিপাত কম হলেও তাতে সুফল ফলে, বস্তুতঃ তোমাদের কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।"

ঢাকা আঞ্জুমানের ফাইনান সিয়াল সেক্রেটারী হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থকে দেখতে পেয়েছি যে, যারা আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে আছেন বা জামাতের আকিদার মধ্যে ত্রুটি খুজেন বা অন্য কোন প্রকার দোষারোপ করেন জমাতের উপর, তারা প্রথমেই আল্লাহ্র পথে আর্থিক কোরবানীর সার্থকতাকে অস্বীকার করেছেন বা চাঁদা প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন সুতরাং একথা জোর করেই বলা যায় যে ঈমানকে সজীব রাখতে হলে সর্বদা আর্থিক কোরবানী করাতে তৎপর থাকা আবশ্যক।

এরপর আর্থিক কোরবানীর ফলাফল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন অনুভব করছি। কেননা ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে একদিকে যেমন ঈমান দৃঢ় হবে অপর পক্ষে আর্থিক কোরবানীর জন্যে প্রেরনা সৃষ্টি হবে। কোরআন করীমে আর্থিক কোরবানীর ফল সম্বন্ধে বহু আয়েত আছে; আমি মাত্র দু'একটির উল্লেখ করতে চাই। আর্থিক কোরবানীর বদলে আল্লাহ্ তায়লা তাঁর বান্দাকে যন্ত্রনা দায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং তাকে বেহেস্তে দাখেল করিয়ে দেবেন। যেমন সুরা সফের ২য় রুকুতে বলেছেন "ইয়া আয়ুহাল্লাজীনা আমানু হাল আদ্লুকুম আলা তেজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবেন আলীম। তুও মেনুনা বিল্লাহে ওয়া তুজাহেদুনা ফি সাবিলিল্লাহে বে আমওয়ালেকুম ওয়া আনফুসিকুম জালিকুম খায়রুল্লাকুম ইনকুনতুম তা'লামুন।

ইয়াগফেরলাকুম জুনুবাকুম ওয়া ইউদ খেলকুম জান্নাতেন তাজরিমিন তাহতিহাল আনহারু ওয়া মাসাকিনা তায়িবাতুন ফি-জান্নাতে আদন জালিকাল ফাউজুল আজীম" অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ. আমরা তোমাদিগকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান বলে দিচ্ছি যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে। তোমরা ঈমান আন আল্লহর উপর এবং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করতে থাক তোমাদের মাল এবং জান দিয়ে। তাই তোমাদের জন্যে কল্যানজনক, যদি তোমরা জানতে, তোমাদের ত্রুটিগুলো আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করিয়ে দেবেন এমন বাগানে যার নিম্নদেশ দিয়ে ব'য়ে চলেছ নদ-নদী-নালা আর শাশ্বত জান্নাতের পবিত্র বাসগৃহগুলিতে এই হ'ল মহান সফলতা। এই আয়েতে 'তুওমেনুনা বিল্লাহে' কথাটি প্রনিধান যোগ্য। আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারগণকে পুনঃ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। এখানে একদিকে যেমন পূর্ববর্তী আয়েতে বর্ণিত আহমাদ নবীর আগমনের পরে মুসলমানগণকে পুনঃ তাঁর ঈমান আনয়ন করার মাধ্যমে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, অন্যদিকে আহমাদ নবীর মিশনকে সফলতা দানের জন্যে বেশী বেশী অর্থ সম্পদ ও ও জীবনের উৎসর্গের প্রয়োজনেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ফলতঃ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের চুড়ান্ত বিজয় এবং ঈমানদারগণের ঈমানের পরীক্ষা। একজন মানবের জীবনে পার্থিব ধন সম্পদ যা ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যুর পর যা তার কোন কাজেই আসবেনা, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বদলে এ রকম মহাকল্যান লাভের চেয়ে আর কি লোভনীয় হ'তে পারে? আল্লাহ তায়ালা সুরাহ্ কাওসারে হুজুর (সাঃ) কে কাওসার অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বোত্তম মহা কল্যান দান করেছেন। তার পরিবর্তে তাঁকে বেশী বেশী নামাজ এবং কোরবানী করতে আদেশ দান করেছেন সুতরাং দেখা যায় মহা কল্যান লাভ করতে হ'লে কোরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম।

শয়তান অনেক সময় মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখায়। আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তারা গরীব হয়ে যাবে বা তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কষ্ট হবে। কিন্তু যাদের সত্যিকার ঈমান আছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর এবং মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনের উপর, শয়তান তাদের কোন ধোকাই দিতে পারে না। আল্লাহর পথে আর্থিক কোরবানী করলে ধন সম্পদ কমেনা বরং আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার দানকে দশগুণ থেকে সাতশত গুণ এমনকি যত তিনি ইচ্ছা করেন বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিদানের উদাহরণ দিতে গিয়ে সুরাহ্ বাকারার ২৬২ আয়েতে বলেছেন, "যেসব লোক নিজেদের মাল দৌলত আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের দানের উদাহরণ হচ্ছে যেমন একটা শস্য বীজ যা হ'তে উৎপন্ন হ'ল সাতটা শীষ, তার প্রত্যেকটি শীষে আছে একশত দানা এবং আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা ইহাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করে দেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন দানে বিপুল এবং জ্ঞানে ব্যাপক"। যুক্তির কষ্টি পাথরে হয়ত কনেকে একে বাতুলতা বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু এ সত্য আমার আপনার অনেক আহমদী ভাই এর জীবনে পরীক্ষিত। আমরা অনেক সময় দেখি পিতা-মাতা বাচ্চাদেরকে আদর করে তাদের কাছে আবদার করেন তাদের খাদ্য দ্রব্য থেকে কিছু দেয়ার জন্যে, যা তারাই তাদেরকে দিয়েছেন। বাচ্চারা যখন পিতামাতাকে কিছু দেয় পিতামাতা তখন খুশী হয়ে তাদেরকে আরও দিয়ে দেন। সুতরাং আমাদের স্বর্গীয় পিতা যিনি না চাইতেই আমাদেরকে অনেক দিয়েছেন তিনি কি আমাদের সামান্য দানের বদলে বহুগুণ না দিয়ে

পারেন? এটা দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যপার। কুটতর্কের মাপকাঠি এখানে ঠাঁই পায়না।

ধন সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে আমরা যদি আঁ হজরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনের প্রতি তাকাই তা হলে দেখতে পাই যে বিদ্যুতের গতিতে তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে ধন সম্পদ ব্যয় করতেন। দৃঢ় ঈমানের বলিষ্ঠ প্রত্যয় উদ্দীপ্ত হয়ে হক্কোল একীন অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানে বলীয়ান হয়েই ঈমানের সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁরা এ রকম করতে পেরেছেন। দুনিয়ার কোন মোহই তাঁদের পিছু টানতে পারেনি। আমি মাত্র সামান্য কয়েকটি হাদিস এবং ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

(ক) হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে—আঁ হজরত (সাঃ) বলেছেন, "এমন কোন বান্দা নাই যে প্রভাতে উঠলে তার নিকট দুইজন ফেরেস্তা না আসে। একজন বলেনঃ হে আল্লাহ্‌, কৃপণকে ধ্বংস কর। [বোখারী ও মোসলেম]

(খ) হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে হুজুর (সাঃ) বলেছেন যে, "মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন, হে আদম সন্তান, খরচ কর (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) তাহলে তোমার জন্যে খরচ করা হ'বে।" [বোখারী মোসলেম]

(গ) হজরত ওকবাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুল করীম (সাঃ)-এর পিছনে আসরের নামাজ পড়লাম, তিনি ছালাম ফিরিয়ে, তাড়াতাড়ি উঠে লোকজনের কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর স্ত্রীর ঘরে গেলেন, লোকজন তাঁর ব্যস্ততা দেখে ভয় পেলেন, তারপর হজরত তাঁদের নিকট এসে দেখলেন যে তারা তাঁর ব্যস্ততায় আশ্চার্য্যান্বিত হয়েছে, তখন তিনি বললেন আমার একখণ্ড স্বর্ণ আছে আমার মনে হ'ল এটা আমাকে আবদ্ধ রাখে আমি তা পছন্দ করিনা, সুতরাং তা বণ্টন করে দেয়ার আদেশ দিয়েছি" (বোখারী)

তাবুকের জেহাদের সময় আঁ হজরত (সাঃ) আর্থিক কোরবানীর আহ্বান করলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যাঁর যাঁর সঙ্গতি অনুযায়ী কোরবানী হুজরের খেদমতে পেশ করলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) দিলেন তাঁর যা ছিল সব, হজরত ওমর (রাঃ) দিলেন অর্ধেক, হজরত আবুবকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, তিনি তাঁর ঘরে কি রেখে এসেছেন, তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলকে" এই হ'ল তাদের ত্যাগ যার ভিত্তি সুকঠিন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের এই ত্যাগের বদৌলতেই পরবর্ত্তী কালে আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে খেলাফতের মর্য্যাদায় ভুষিত করেছিলেন, তাঁরা কখনও মনে করেননি যে, আজ অর্থ সম্পদ ব্যয় করলে কাল তাঁদের বা বংশধরদের কি হবে।

আপনারা জানেন হজরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমেই একদল লোক, যারা মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করতে পারে নি, যাকাত প্রদানে অস্বীকার করল, কেউ কেউ বলতে লাগল যে, এ যাকাত নয় জরিমানা এবং এটাকে কেন্দ্র করে তারা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করল। এই সময় হজরত ওমর (রাঃ)-এর মত লোকও আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সাথে বিরোধ না বাধানোর জন্যে হজরত আবুবকর (রা)-কে পরামর্শ দেন। কিন্তু হজরত আবুবকর (রাঃ) জানতেন যে, আল্লাহর পথে খরচ করতে যারা আজ অস্বীকার করছে তাদের আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনার কোন সার্থকতা নেই, তাই তিনি বললেন, খোদার কসম যাকাত আদায়ে অস্বীকার কারীগণ যদি একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জমানায় আদায় করত—আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

এ যুগের ইমাম হজরত মসীহ মাউদ (আঃ) তাঁর বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর জমাতকে বেশী বেশী করে আর্থিক কোরবানীর আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি জমাতের চাঁদা দানকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তবলীগে, রেসালত এর ১০ম খণ্ডের ৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, "আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বলেছেন যে, "ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকই আমার অনুসারী যারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করায় ব্যস্ত থাকে তিনি আবার লিখিছেন, প্রত্যেক আহমদীর নিজের উপর মাসিক চাঁদা ধার্য্য করা উচিত, তা এক পয়সা বা অর্ধেক পয়সাই হোক না কেন এবং যে কিছুই ধার্য্য করেনা সে মোনাফেক, সে সেলসেলায় থাকতে পারে না। তিনি আবার লিখেছেন, চাঁদার ওয়াদা করে যদি কেউ তিন মাস পর্যন্ত চাঁদা দানে অবহেলা দেখায় তার নাম আহমদীয়তের খাতা থেকে কেটে দেয়া হবে।"

তিনি বলেছেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে অর্থব্যয় করে তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তাঁর অর্থ অপরের তুলনায় অধিক আশীষ প্রদত্ত হবে কেননা অর্থ আপনা আপনি আসেনা বরং খোদার ইচ্ছায় আসে। তোমরা ভেবনা যে তোমরা তোমাদের অর্থের একাংশ দিয়ে বা অন্য কোন প্রকারের খেদমত করে খোদা-তায়ালা বা তাঁর প্রেরীত পুরুষকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছ বরং তিনি তোমাদেরকে যে খেদমতের জন্যে ডাকেন সে জন্যে তোমাদেরই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, আমি সত্য সত্যই বলছি যদি তোমরা সকলে আমাকে বর্জন কর এবং খোদার পথে সাহায্য দান থেকে বিরত থাক তবে তিনি এক নুতন জাতিকে দাঁড় করাবেন যারা তাঁর সেবা করবে। তোমরা নিশ্চয়ই জেন, একাজ স্বর্গীয় এবং তোমাদের খেদমত শুধু তোমাদের মঙ্গলের জন্য। সুতরাং তোমরা যেন কোন প্রকার অহংকার না কর। একথা মনে কর না যে তোমরা আর্থিক কোরবানী কর খোদার প্রয়োজনে, আমি বার বার বলছি খোদাতায়ালার তোমাদের খেদমতের কোন প্রয়োজন নেই, তবে হাঁ, তিনি তোমাদের খেদমতের সুযোগ দান করেন এটা তাঁর অনুগ্রহ।"

হুজুর (আঃ) অন্য জায়গায় বলেছেন, "যারা উপস্থিত আছ বা অনুপস্থিত আছ তোমাদের প্রত্যেককে আমি তাকিদ করছি যে, তোমাদের ভাই দিগকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করে দেবে এবং দুর্বল ভাইকেও চাঁদায় শরীক করবে, এই সুযোগ আর আসবেনা। এযুগ এরূপ আশীষ পূর্ণ যে কারও প্রাণ চাওয়া হয়না এবং এযুগ প্রাণ দেবার নয় বরং শক্তি অনুসারে অর্থ ব্যয় করার যুগ।" [আল হাকাম ৭ম খণ্ড]

বন্ধুগণ জানেন ইসলামকে আবার দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করে হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন হয়েছে আঁ হযরত (আঃ) এর প্রতিবিম্ব রূপে, হাদীসে আছে তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ তিনি কলমের যেহাদের মাধ্যমে ইসলামের জালালী রং দুনিয়াতে পেশ করবেন। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে জীবন দিয়ে শহীদ হওয়া তেমন কোন কাজ নয় এবং প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, কিন্তু এ যুগ তেমন জীবন দেয়ার জন্যে নহে, এ যুগে পলে পলে রক্ত বিন্দু দিয়ে ইসলামের খেদমত করতে হবে তবেই দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অন্যায় ও অসত্যের উপর এবং দুনিয়াতে খোদার প্রতিশ্রুত শান্তিরাজ্য কায়েম হবে। এই মহান উদ্দেশ্য সাধণের জন্যেই প্রয়োজন আর্থিক কোরবাণীর। কিন্তু অনেক বন্ধু এমন

আছেন যারা অনেক বুঝে শুনেও রীতিমত আর্থিক কোরবাণী করেন না। শয়তান তাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, সন্তান সন্ততির ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তার ধোকা দেয়। তাই মসীহ মাউদ (আঃ) ফাতেহ ইসলাম পুস্তকে লিখেছেন, "সেই লোকদের জন্যে আফসোস যাদের নিকট নিজেদের স্ত্রী সন্তান ও ভোগ বিলাশের জন্যে সব কিছু থাকে কিন্তু ইসলামের জন্যে তাদের পকেটে কিছু থাকেনা।"

যথাসম্ভব কোরআণ হাদীস এবং যুগ ইমামের মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী আপনাদের সামনে পেশ করলাম। এথেকে একটা কথাই আমাদের নিকট পরিষ্কার হয় যে, সত্যিকার ঈমাণদার দাবী করতে হলে সর্বদা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কোরবাণীর জন্যে তৎপর থাকতে হবে। আমরা যুগ ইমামের হাতে হাত রেখে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে ম্যায় দীন কো দুনিয়া পর মোকাদ্দম করুঙ্গা" অর্থাৎ আমরা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রধান্য দিব। কিন্তু সত্যিকার ভাবে আমরা তা কতটুকু করেছি সে জন্য আত্ম জিজ্ঞাসা এবং আত্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ধর্মকে মোকাদ্দম রাখতে হলে জানতে হবে ধর্ম আমাদের নিকট কি চায়। হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়, তা কি? তা হোল এই পথে আমাদের মৃত্যু বরণ। এই মৃত্যুর উপরই—ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবণ এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে।" (ফাতেহ ইসলাম)।

হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন, "খোদাতায়লা এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করার সময় আমাকে বলেছেন, পৃথিবীতে জালালত বা পথ ভ্রষ্টতার ঝড় উঠেছে। তুমি এই ঝড়ের সময় এই কিশ্‌তি বা তরী প্রস্তুত কর। যে ব্যক্তি এই কিশ্‌তিতে আরোহণ করবে সে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে তার জন্য মৃত্যু সমুপস্থিত।"

বন্ধুগণ! আমরা যুগ ইমামের হাতে হাত রেখে যে ওয়াদা করেছি যদি তা সঠিক ভাবে পালন না করি তা হলে আকশে আমরা তাঁর শিষ্য মণ্ডলীভুক্ত বলে পরিচিত হতে পারবনা। মসিহ মওউদ (আঃ) এর উপর ঈমান আনার পরও যদি আমরা তাঁর কিস্তিতে স্থান না পাই তবে আমাদের অফসোসের অন্ত থাকবে না। আসুন আজ থেকে আমরা আমাদের সর্বপ্রকার শিথিলতা পরিত্যাগ করে আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্রত হই। আল্লাহ্ আমাকে এবং অপনাদেরকে তৌফিক দান করুন। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

(১৯৭৩ সনের ঢাকায় অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় পঠিত)

হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের সেবার যুগ।

হে বন্ধুগণ! এখন ধর্ম এবং ধর্মীয় কার্যের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সময়কে অতি মূল্যবান জান, কারণ, পুনরায় এ সময়কে আর পাইবে না।

—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

জুমআর খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে শুভ-সংবাদ দিয়াছেন যে, কোরআনের প্রচারের পরিকল্পনা এবং সাময়িক ওয়াকফের আন্দোলনকে তিনি বহু কল্যাণ মণ্ডিত করিবেন এবং এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে পবিত্র কোরআনের আলো বিশ্ব-চরাচরকে ছাইয়া ফেলিবে (ইন্‌শাআল্লাহ্ তায়ালা)।

তালীমুল কোরআন ও কোরআনের শিক্ষা দান ওসিয়তের নিজামের সহিত গভীর সম্বন্ধ রাখে। সুতরাং কোরআনের আলো প্রকাশিত করার বিশেষ জিম্মাদারী মুসি সাহেবদের উপর রহিয়াছে।

প্রত্যেক আহ্‌মদী নিজের হৃদয়কে কোরআনের আলোয় এমন ভাবে আলোকিত করুন, যেন দর্শকগণ তাঁহাদের চেহারার মধ্যে কেবল কোরআনের আলো দেখিতে পান।

তাশাহুদ ও তাআওউজ এবং সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর বলেন :—

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পূর্বের কথা, তখনও আমি রবওয়া হইতে বাহিরে ঘোরা গুলির দিকে যাই নাই, একদিন যখন আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম, তখন আমি নিজেকে গভীর দোয়ায় মগ্ন পাইলাম এবং জাগ্রত অবস্থায় আমি দেখিলাম, বিজলী চমকাইলে যেমন উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। পুনঃরায় আমি দেখিলাম. ঐ জ্যোতির একাংশ যেন জমাট বাঁধিতে লাগিল এবং পরে উহা বাক্যের রূপ ধারণ করিল এবং উহা এক তেজঃপূর্ণ শব্দে আকাশ গুঞ্জরিত করিল, যাহা ঐ জ্যোতি হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ শব্দটি ছিল :—

بشرای لکم

অর্থাৎ—"শুভ-সংবাদ তোমাদের জন্য।"

ইহা এক বড় রকমের শুভ-সংবাদ ছিল। কিন্তু ইহা প্রকাশ করা জরুরী মনে করি নাই। অবশ্য মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা ছিল এবং ইচ্ছা ছিল যে, যে জ্যোতিকে আমি পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতে

দেখিয়াছিলাম এবং যাহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিয়া ছিল. উহার ব্যাখ্যাও যেন আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ সান্নিধ্য হইতে আমায় বুঝাইয়া দেন। তদনুযায়ী আমার খোদা যিনি বড়ই ফযল এবং রহম করিয়া থাকেন. তিনি স্বয়ং আমাকে উহার ব্যাখ্যা জানাইয়া দেন। গত সোমবার দিন যখন আমি যোহরের নামায পড়িতে ছিলাম এবং তৃতীয় রাকাতে দণ্ডায়মান ছিলাম তখন আমার মনে হইল যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে লইয়াছেন এবং তখন আমার মনে হইল যে. যে জ্যোতি আমি সেদিন দেখিয়াছিলাম উহা কোরআনের আলো. যাহা কোরআনের শিক্ষা প্রচার এবং সাময়িক ওয়াক্‌ফের পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা এই প্রচেষ্টাগুলিকে আশিস মণ্ডিত করিবেন এবং কোরআনের জ্যোতি পৃথিবীকে ঠিক তেমনিভাবে ছাইয়া ফেলিবে. যেভাবে সেই জ্যোতিক আমি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলাম।

فالحمد لله على ذالك

অর্থাৎ "উহার জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার।"

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং কোরআন মজিদে বার বার কোরআন এবং কোরআনী ওহীকে জ্যোতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে জানাইয়াছেন, 'তোমাকে যে জ্যোতি দেখান হইয়াছে, উহা এই জ্যোতি।"

অতঃপর আমি এই দিকেও মন-সংযোগ করিলাম যে, পবিত্র কোরআন শিখাইবার জন্য যে সাময়িক ওয়াক্‌ফের আন্দোলন জারি করা হইয়াছে, নিজামে ওসিয়তের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

এইজন্য আমি হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) প্রণীত আল-ওসিয়ত পুস্তক গভীর মনোযোগ দিয়া পাঠ করায় বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই এই তাহ্‌রীকের সহিত মসিসাহেবদের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। এখন আমি ইহার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাইতে চাহি না। বন্ধুগণের নিকট এখন আমি মাত্র একটি কথা বলিতে চাই। হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) আল-ওসিয়ত পুস্তিকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে যে সকল মসি এই নিজামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবেন, তাহাদেরই বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ওসিয়ত করার পর তাহাদিগের জীবন আদর্শ রূপ হইতে হইবে। হুজুর বলিয়াছেন, 'তোমরা কিছুতেই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পার না. যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের সন্তুষ্টি, তোমাদের ভোগস্পৃহা তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া এই পথে সেই সকল কষ্ট স্বীকার কর, যাহা তোমাদের সম্মুখে মৃত্যুর দৃশ্য আনিয়া দেয়। কিন্তু তোমরা যদি সেই সকল কষ্ট সহ্য কর (অর্থাৎ এই ওসিয়তের নিজামে শামীল হইয়া উহার দাবীগুলি পূর্ণ কর), তবে আদরের শিশু সন্তানের ন্যায় তোমরা খোদার ক্রোড়ে আসন পাইবে এবং তোমরা সেই সকল সাধব উত্তরাধিকারী হইবে, যাহারা তোমাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে এবং সকল দানের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু এহেন ব্যক্তি বিরল।" (—আল-ওসিয়ত)।

প্রত্যেক আশিসের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে"—বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর একটি ইলহামের অনুবাদ। আল্লাহ্‌তা'লা ইহা বেহেশ্‌তী মোকবেরা সম্বন্ধে নাযেল করিয়াছেন। হুজুর (আঃ) বলেন, "যেহেতু এই কবরস্থান সম্পর্কে আমি বড় বড় সুসংবাদ পাইয়াছি এবং খোদা কেবল ইহা বলেন নাই যে, ইহা বেহেশ্‌তী মাকবেরা, বরং ইহাও বলিয়াছেন যে, انزل فيها كل رحمة

অর্থাৎ সকল প্রকারের রহমত এই কবরস্থানের উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিগণ না পাইবেন এমন কোন রহমত নাই।" (আল-ওসিয়ত।)

অতএব ওহি দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন, انزل فيها كل رحمة -এই কবরস্থানে সর্বপ্রকার রহমত নাযেল করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারাই ইহাতে সমাহিত হইবেন, যাঁহারা সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী। প্রশ্ন উঠে যে, মানুষ কখন এবং কি প্রকারে সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আর একটি এলহামে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন الخير كله فى القرآن—সমস্ত শুভ, পুণ্য এবং রহমতের আকর কোরআন রীমে নিহিত আছে এবং রহমতের এমন কোন উপকরণ নাই, যাহা কোরআনকে বর্জন করিয়া অপর কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। রহমতের সমস্ত উপকরণ মাত্র কোরআন হইতেই লাভ হইতে পারে।

অতএব তিনি বলিলেন, انزل فيها كل رحمة বেহেশ্‌তী মোকবেরায় তাহারা সমাহিত হইবে, যাহারা কোরআনের সমস্ত আশিসের উত্তরাধিকারী হইবে। কেননা, কোরআনের বাহিরে কোন বরকত নাই এবং উহা অপর কোন স্থানে লাভ হইতে পারে না। এই কারনে এই সমস্ত লোকের উপর সর্ব প্রকার নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআন, কোরআন শিক্ষা করা, কোরআনের আলোতে আলোকিত হওয়া, কোরআনের আশিস দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং কোরআনের অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার সহিত মুসি সাহেবদের গভীর এবং স্থায়ী সম্পর্ক রহিয়াছে। এই প্রকারে কোরআন প্রচারের দায়িত্বও তাঁহার উপর বর্তায়। কারন কোরআনের কোন কোন বরকত কোরআনের প্রচারের সহিত সংযুক্ত। কোরআনের বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এখন সম্ভব নহে।

অতএব উপরুক্ত দুইটি ওহির দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন যে মুসি প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি, যাঁহার উপর, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ, করুণা এবং এহসানের গুণে, সকল প্রকার নেয়ামত এই জন্য অবতীর্ণ হয় যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে কোরআনের জোয়ালের নীচে আপন স্কন্ধ রাখিয়াছেন। তিনি এক মৃত্যু বরণ করেন এবং খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া এক নবজীবন প্রাপ্ত হন এবং الخير كله فى القرآن ওহিটির জীবন্ত প্রতীক হন।

যেহেতু ওসিয়তের অথবা ওসিয়তের নেজামের অথবা মুসি সাহেবদের সহিত কোরআনের শিক্ষা প্রচার, ইহা শিক্ষা করা এবং ইহার শিক্ষা দেওয়ার এক গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে, অতএব আমি ইহা ফয়সালা করিয়াছি যে, কোরআনের তালীম এবং ওয়াক্‌ফের তাহরীক দুইটিকে মুসি সাহেবদের সংগঠনের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই সকল কাজের ভার তাঁহাদের উপর ন্যাস্ত করি।

সেই জন্য অদ্য আমি আল্লাহ্‌তা'লার নাম লইয়া এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়া মুসি সাহেবদের নূতন সংগঠনের উদ্বোধন করিলাম। যে যে জামাতে মুসি আছেন, তাঁহাদের একটি মজলিস কায়েম হওয়া চাই। এই মজলিস পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, জামাতি নিজামে ওসিয়তের সেক্রেটারী হইবেন। প্রয়োজন বোধে পরে আমি এই পদের নাম পরিবর্তন করিয়া দিতে পারি; কিন্তু উপস্থিত নির্বাচিত প্রেসিডেন্টই ওসিয়ত সেক্রেটারী হইবেন।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ মোঃ মোহাম্মদ

সংবাদ

সিরাতুন্নবী জলসা ও তবলিগী বক্তৃতা

(১) বিগত ২২শে এপ্রিল রবিবার সকাল নয় ঘটিকায় ময়মনসিংহ আইনবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে নবীদিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মির্জা আজিজুল ইসলাম। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন মিঃ জেমস হিলটন (ব্যাপটিষ্ট) মহকুমা প্রশাসক, ডক্টর মানিক লাল দেওয়ান (বৌদ্ধ), অধ্যক্ষ যোগীন্দ্র নাথ দাস (হিন্দু), অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ফাদার জোসেফ প্রদীপ দত্ত (ক্যাথলিক), ডক্টর মোহাম্মদ কায়সার হুসেন ডীন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দে এডভোকেট, অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরয়েশী এবং আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী।

(২) বিগত ২৭শে এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তোফায়েল আজম রোডে এক সিরাতুন্নবীর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম সামদানী খাদেম এডভোকেট। ১লা মে তারিখেও স্থানীয় জগা বাজারে অপর একটি জলসার আয়োজন করা হয়। মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এতে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভা দুটিতে প্রধান বক্তা হিসাবে জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেবও এতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৩) বিগত ২৯শে এপ্রিল চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে সিরাতুন্নবীর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সহ মৌলানা মুহিব উল্লাহ, জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ও মাষ্টার নঈম তাহভিজ বক্তৃতা প্রদান করেন। গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সভার সংবাদ স্থানীয় সংবাদ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

(৪) কলিকাতা বেলুর মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দের আগমন উপলক্ষে ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ মিশনে গত ২২শে এপ্রিল বিকাল পাঁচ ঘটিকায় এক ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলাদেশ প্রধান স্বামী উমানন্দজীও এতে বক্তৃতা প্রদান করেন মিশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরীও এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামের আলোতে যুগে যুগে আগত নবী-রসুল এবং ধর্মগ্রন্থ সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গীতার বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি কোরআনের বাণীর সত্যতা প্রমান করেন। কোরআন ও হাদীসের আলোকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। সকল শেষে ধার্মিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য বর্ণনা করে তিনি সকলকে ধার্মিক হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর এই বক্তৃতা শ্রবন করে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হন এবং স্বামীজী এর উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। সভাশেষে জনাব বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব স্বামীজীকে জমাতের প্রকাশিত কতিপয় পুস্তক উপহার দেন।

(৫) বিগত ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল নারায়ন গঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় আমন্ত্রত হয়ে আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতিত্ব করেন তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ এবং কবি বেগম সুফিয়া কামাল। ঢাকা জমাতের মোবাল্লীগ—মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ও জনাব এ, টি, এম হক এবং নারায়ণ গঞ্জ জমাতের প্রেসিডেন্ট মুন্সী আবদুল খালেক সাহেব ও আরও আহমদী ভ্রাতাগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) প্রণীত শান্তির বার্তা নামক পুস্তকের শত শত কপি হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(সংবাদাতা কর্তৃক প্রেরিত)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

*	The Holy Quran with English Translation.		T.	125·00
*	The Introduction & Comentary of the Holy Quran	(5. vol.)		
*	The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	T.	2.00
*	Jesus in India	,,	T.	2.50
*	Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	T.	8.00
*	Invitation to Ahmadiyat	,,	T.	8.00
*	The Life of Muhammad (P. B.)	,,	T.	8.00
*	The New World Order	,,	T,	3.00
*	The Economic Structure of Islamic Society	,,	T.	2.50
*	Islam and Communism	Hazrat Mirza Basnir Ahmed (R)	T.	0.62
*	Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	T.	1.00
*	The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	T.	0.50
*	কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	টা.	১·২৫
*	ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	টা.	২.00
*	আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	টা.	১.00
*	ইসলামেই নবুয়াত	,,	টা.	0.৫0
*	ওফাতে ঈসা	,,	টা.	0.৫0

ইহা ছাড়া :—

* বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১।

Published & Printed by Md. F.K. Mollah at Rabin Printing & Packages
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacc—1.
Phone No. 283635
Editor : A.H. Muhammad Ali Anwar.